



47357 - ইহরাম ছাড়া মীকাত অতকিরম করার হুকুম

প্রশ্ন

প্রশ্ন: ইহরাম ছাড়া মীকাত অতকিরম করার হুকুম

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

আলহামদুলিল্লাহ।

মীকাত থেকে ইহরাম বাঁধা হজ্ব ও উমরার ওয়াজবি। অতএব যবে ব্যক্তি হজ্ব বা উমরা করতে চায় সে ব্যক্তি স্থল, জল বা আকাশ যবে পথে আগমন করুক না কেনে তার জন্য ইহরাম ব্যতীত মীকাত অতকিরম করা জায়েয নহে।

শাইখ উছাইমীনকে ইহরাম ব্যতীত মীকাত অতকিরম করার হুকুম সম্পর্কে জিজ্ঞাসে করা হলে তিনি বলেন: যবে ব্যক্তি ইহরাম ব্যতীত মীকাত অতকিরম করেছে তার দুইটি অবস্থা হতে পারে। এক. সে ব্যক্তি হজ্ব বা উমরা পালনচ্ছে ব্যক্তি হব; সেক্ষেত্রে মীকাত ফরীযাওয়া তার উপর আবশ্যিক। কারণ সততো হজ্ব বা উমরা করতে চাচ্ছে। যদি সে মীকাত ফরীযা না যায় তাহলে সে একটি ওয়াজবি বর্জন করল। আলমেদরে মতে তাকে ফদিয়া দিতে হবে। তথা মক্কাতো একটি পশু যবহে করে সেখানকার ফকীরদের মাঝে বণ্টন করে দিতে হবে। আর যবে ব্যক্তি ইহরাম ব্যতীত মীকাত অতকিরম করেছে কিন্তু সে হজ্ব বা উমরা পালনচ্ছে নয় তার উপর কোন কিছু ওয়াজবি হবে না। তার অবস্থানের সময় দীর্ঘ হোক অথবা সংক্ষিপ্ত হোক। যদি আমরা তার উপর মীকাত থেকে ইহরাম বাঁধা আবশ্যিক করি তাহলে তাকে হজ্ব বা উমরা তার উপর একাধিকবার আদায় করা ফরজ হয়। অথচ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে সাব্যস্ত হয়েছে- হজ্ব জীবনে একবারে বশে ফরজ নয়। একবারে বশে যবে আদায় করবে সেটা নফল। যবে ব্যক্তি ইহরাম ব্যতীত মীকাত অতকিরম করেছে তার ব্যাপারে আলমেদরে মতামতের মধ্যে এই মতটি সবচেয়ে অগ্রগণ্য। অর্থাৎ যদি হজ্ব বা উমরা পালনচ্ছে না হয় তাহলে তার উপর কোন কিছু আবশ্যিক হবে না এবং তাকে মীকাত হতে ইহরাম বাঁধতে হবে না।” [ফকিহুল ইবাদাত; পৃষ্ঠা-২৮৩ ও ফাতাওয়া আরকানুল ইসলাম; পৃষ্ঠা- ৫১৩] এই আলোচনার ভিত্তিতে বলা যায় বমীান থেকে অবতরণ করার পর মীকাত ফরীযাওয়া আপনার উপর ওয়াজবি। যদি আপনি মীকাত ফরীযা না যান এবং মীকাত অতকিরম করার পর ইহরাম বঁধে থাকেন তাহলে আলমেদরে অগ্রগণ্য মত হলো- একটি ছাগল যবহে করে মক্কার ফকীরদের মাঝে বণ্টন করে দাও। আল্লাহই ভাল জানেন।